

জাতীয়

বেসরকারি খাত থেকে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে ৯১৮ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ



প্রতিবেদক: Bangladesh

প্রকাশের তারিখ: শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৭:৫৮ PM



৯১৮ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ আসছে জাতীয় গ্রিডে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে এবং আমদানি নির্ভর জীবন জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে বড় পরিসরে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকার। এর অংশ হিসেবে বেসরকারি খাতের ১২টি প্রকল্প থেকে প্রায় ৯১৮ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ ২০২৮ সালের মধ্যে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) ইতোমধ্যে এসব প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি করেছে। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ টাকা ১২ পয়সা। বিপিডিবির একজন কর্মকর্তার দাবি, আগের একই ধরনের প্রকল্পগুলোর তুলনায় এ দাম প্রায় ২ দশমিক ৫ সেন্ট কম।

বড় প্রকল্প ফটিকছড়ি ও ঈশ্বরদীতে

চুক্তিবদ্ধ ১২টি প্রকল্পের মধ্যে সবচেয়ে বড় ২০০ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে। পাবনার ঈশ্বরদীতে স্থাপন করা হবে ১৫০ মেগাওয়াটের আরেকটি কেন্দ্র।

এ ছাড়া কক্সবাজারে ১০০ মেগাওয়াট করে দুটি এবং বাগেরহাটের মোংলায় ১০০ মেগাওয়াটের একটি সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। ঈশ্বরদীতে আরও ৭০ মেগাওয়াটের একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

অন্য প্রকল্পগুলো হবে মৌলভীবাজারের বিবিয়ানা ও মৌলভীবাজার সদর, নীলফামারীর জলঢাকা, চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী এবং নোয়াখালীর সুধারামে। এসব প্রকল্পের সক্ষমতা ১০ থেকে ৫০ মেগাওয়াটের মধ্যে।

কনফিডেন্স পাওয়ার রংপুরের ভাইস চেয়ারম্যান ইমরান করিম জানান, তাদের প্রতিষ্ঠান ৪০০ মেগাওয়াট সক্ষমতার তিনটি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তিনটি প্রকল্পই ২০২৮ সালের মধ্যে চালু করার লক্ষ্য রয়েছে।

ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুতেও প্রণোদনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণে ব্যাটারিসহ ছাদে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনে উৎসাহ দিতে বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সরকার।

এই কর্মসূচির আওতায় ব্যাটারিসহ ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের সর্বোচ্চ ব্যয় ধরা হয়েছে প্রতি ইউনিট ৮ টাকা। এর সঙ্গে ২০ শতাংশ মুনাফা এবং ১১ দশমিক ২৫ শতাংশ প্রিমিয়াম যোগ করে বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ টাকা ৫০ পয়সা প্রতি ইউনিট।

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (শ্রেডা) তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে মোট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১ হাজার ৮৫২ দশমিক ০৬ মেগাওয়াট। এর মধ্যে ১ হাজার ৪৭৩ দশমিক ৫ মেগাওয়াট জাতীয় গ্রিডে এবং ৩৭৮ দশমিক ৫৬ মেগাওয়াট অফ-গ্রিড ব্যবস্থায় রয়েছে।

সরকারি উদ্যোগেও যুক্ত হচ্ছে সৌরবিদ্যুৎ

বিপিডিবি নিজস্ব অর্থায়নে আরও ৬৮৯ মেগাওয়াট গ্রিড-সংযুক্ত সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এসব প্রকল্প ২০৩০ সালের মধ্যে চালুর লক্ষ্য রয়েছে।

এ ছাড়া রামপালে ৪৪২ মেগাওয়াটের একটি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করেছে বিপিডিবি। ফেনীর সোনাগাজীতে ২২২ মেগাওয়াটের গ্রিড-সংযুক্ত সৌর ফটোভোলটাইক কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষাও শেষ করেছে আইআইএফসি। প্রকল্পটি ২০২৮ সালের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে।

বিপিডিবির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংস্থাটি নিজস্ব অর্থায়নে ৬৮৮ কিলোওয়াট-পিক ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন করেছে। চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ৪ হাজার ১৯৫ কিলোওয়াট-পিক সক্ষমতা চালুর সম্ভাবনা রয়েছে।

২০৩০ সালে ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের লক্ষ্য।

সরকারের জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল ২০২৬-২০৩০-এর আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে ভূমিভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ থেকে ৫ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি বায়ু, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ, পানিবিদ্যুৎ, ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ ও অ্যাগ্রিভোলটাইকসহ অন্যান্য প্রযুক্তি থেকে আরও ৪৫০ থেকে ৫৫০ মেগাওয়াট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গত ৯ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে জানান, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুতের অন্তত ২০ শতাংশ এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ হাসান মেহেদীর মতে, ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎসহ অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাড়ানো গেলে আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানো সম্ভব। তার মতে, সাধারণ মানুষকে নিজ নিজ বাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনে উৎসাহিত করা গেলে এ খাতে সরকারের বিনিয়োগের প্রয়োজনও কমবে।

এ বিভাগের আরও খবর



পানির ন্যায্য হিস্যা চায় বাংলাদেশ: হুমায়ুন কবির
বাংলাদেশ ভারতের কাছে পানির ন্যায্য হিস্যা চায় বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, পানি বন্টনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক...



বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য ইন্দোনেশিয়ার অন-অ্যারাইভাল ভিসা চালুর আলোচনা
বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে ভিসা ও ভ্রমণগ্রহণ সহজ করা, স্থানীয় বাণিজ্য বাড়ানো এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা...



গঙ্গার পানি নিয়ে ভারতের প্রতিনিধিদের নাম চেয়েছে বাংলাদেশ
ভারতের সঙ্গে পানি সহযোগিতা বাড়াতে একটি কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ। এই কমিটিতে আলোচনার জন্য ভারতীয় পক্ষের প্রতিনিধিদের নাম চাওয়া হয়েছে। গঙ্গার...



রামপালে ৪৪২ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমোদন

বাসেরহাটের রামপালে ৪৪২ মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ২ হাজার ৪৯৮ ক...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: <https://dhakaprobe.com/national/besrkari-khat-theke-jatiy-gride-jukt-hbe-918-megaoyat-sourbidjut>